ভোরের কাগজ

তারিখ JAN 27 2000
পৃষ্ঠা
কলাম

এসএসসি : নকল রোধে প্রশ্নপত্রের ধরন পাল্টানো হচ্ছে

নকল করলে ফৌজদারি মামলা

পরীক্ষায় নকল রোধের সরকারি সিদ্ধান্ত
অনুযায়ী শিক্ষাবোর্ডগুলোর কর্তৃপক্ষ
প্রশ্নপত্রের ধরন পরিবর্তন করার পরিকল্পনা
করেছে। তাছাড়া অসদুপায় অবলম্বনকারী
পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা
করার চিন্তাভাবনা চলছে। এ ছাড়া জাল
সার্টিফিকেট ও মার্কসিটধারী শিক্ষার্থী এবং
সার্টিফিকেট জালকারী চক্রের বিরুদ্ধে
কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া
হচ্ছে। ইউএনবি।

ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক
শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান এ টি এম
শরিফউল্লাহ এ সম্পর্কে ইউএনবিকে বলেন,
নকলকারী পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা
করার জন্য তারা বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ
কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার পরিকল্পনা
করছেন। সংশোধিত পরীক্ষা অধ্যাদেশ
১৯৯২ অনুসারে অসদুপায় অবলম্বনকারী
পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বহিষ্কার ও নিবন্ধন
বাতিলসহ সর্বনিম্ন জরিমানাসহ ৩ বছর
কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ডের
বিধান রয়েছে।

২ মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি
পরীক্ষা থেকে বোর্ডের নতুন সিদ্ধান্তগুলো
কার্যকর করা হবে। এ বছর ৫টি
শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ৯ লাখ ৩৬ হাজার
পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে।
এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২ লাখ ৬৩ হাজার,
রাজশাহী বোর্ডে ২ লাখ ৭৩ হাজার, যশোর
বোর্ডে ১ লাখ ৬৬ হাজার, কুমিল্লা বোর্ডে ১

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

এসএসসি : নকল রোধে প্রশ্নপত্রের ধরন

● প্রথম পাতার পর

লাখ ৫৩ হাজার এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ৭৬ হাজার পরীক্ষার্থী রয়েছে।

চলতি বছর থেকে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রশ্নপত্রের ধরন পাল্টানোর জন্য ১০ দফা কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ জন্য প্রায় ৬০০ প্রশ্নপ্রনেতা ও মডারেটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশ্নপত্র এমনভাবে তৈরি করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা বাজারে প্রচলিত কোনো নোট বই কিংবা সহায়ক বইতে এর উত্তর খুঁজে না পায়।

বিজ্ঞান বিভাগের মতো মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের বিষয়গুলোর রচনামূলক প্রশ্ন ক খ গ ইত্যাদি অংশে বিভক্ত করা হবে। গণিতের প্রশ্নপত্রে মূল বইয়ের সংখ্যাগুলো বদলে দেওয়া হবে।

এ ছাড়া বোর্ডের বিশেষ পরিদর্শক দল পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ঝটিকা পরিদর্শনে যাবেন। কোনো শিক্ষক বা কর্মকর্তা নকল ধরতে গিয়ে আহত হলে গত বছরের মতো এ বছরও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডগুলো তার চিকিৎসা খরচ দেবে।

এদিকে, ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তারা এ বছর ৬০৯ জন কলেজ ছাত্র এবং কলেজে ভর্তি হওয়া ১৩৬ জন মাদ্রাসা ছাত্রের এসএসসি পরীক্ষার ভুয়া মার্কশিট শনাক্ত করেছে। অন্যান্য বোর্ডের কর্মকর্তারা ভুয়া মার্কশিট ও সার্টিফিকেট খুঁজছেন। গত বছর ঢাকা বোর্ড ৪০১ জন এসএসসি পরীক্ষার ভুয়া মার্কশিটধারী এইচএসসি পরীক্ষার্থী এবং ভুয়া নিবন্ধনধারী ৯২৩ জন পরীক্ষার্থীর নিবন্ধন বাতিল করেছে। সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোকে এদের বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ দেওয়া হলে তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

এ বছর জাল মার্কশিটধারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হবে। পাবলিক পরীক্ষা অধ্যাদেশ অনুসারে এ ধরনের শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে ৮ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে সার্টিফিকেট জালকারীচক্র আটক করা হচ্ছে। ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি অনিয়মতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার দায়ে দুজন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। এ ছাড়া ফুলবাড়িয়া কলেজ ও শেরপুর হাতিবান্ধা কলেজের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। জাল সার্টিফিকেট ও মার্কশিট বিক্রির সময় একজন মাদ্রাসা শিক্ষককে কাপ্তানবাজারস্থ একটি হোটেল থেকে আটক করা হয়েছে।

অন্যদিকে, পরীক্ষা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সরকার বরিশাল ও সিলেটে আরো দুটি শিক্ষাবোর্ড স্থাপন করছে। যশোর বোর্ড ভেঙে বরিশাল বোর্ড এবং কুমিল্লা বোর্ড ভেঙে সিলেট বোর্ড স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী বছর থেকে নতুন শিক্ষাবোর্ড দুটি কাজ শুরু করবে।